অর্থ মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক বাজেট

২০০১- ২০০২

বাজেট বক্তৃতা

শাহ্ এ, এম, এস, কিবরিয়া
অর্থমন্ত্রী

(দ্বিতীয় পর্ব)

ঢাকা

২৪ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বাংলা
৭ই জুন, ২০০১ ইংরেজী

দ্বিতীয় পর্ব
রাজস্ব কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার,

১৯৯৬ সনের নির্বাচনে বিপুল জন সমর্থনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার যাত্রা শুরু করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আমি এই মহান সংসদে পর পর ষষ্ঠ বারের মতো কর রাজস্ব সংক্রান্ত বাজেট কার্যক্রম পেশ করতে যাচ্ছি। দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি খাতকে অধিকতর গতিশীল করা, রপ্তানীমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানী বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করাই ছিল আমাদের অগ্রাধিকার। এই সামষ্টিক লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারের আলোকেই বিগত পাঁচ বছর আমরা আমাদের করনীতি প্রনয়ন করেছি। মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের পটভূমিতে আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে এমন একটি করনীতি অনুসরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমরা চালিয়েছি যার মাধ্যমে একদিকে যেমন বাণিজ্য উদারীকরণের সুফল পাওয়া যায়, অন্যদিকে অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে উদ্ভুত অসম প্রতিযোগিতা থেকে যথাযথ প্রতিরক্ষনের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পসমূহকে রক্ষা ও লালন করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া করনীতির মাধ্যমে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানী বৃদ্ধি, আয়ের অসম বন্টন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা এবং সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাও আমরা চালিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার,

০২। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত উদারীকরণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য নির্ভেজাল আর্শিবাদ নয়- এ বিষয়টি যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেই বিশ্বায়ন (globalization) এর মৌলিক ধারা অনুসরণ করে তথাকথিত বিশ্বায়নের স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আমরা আমদানী শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা (trade barriers) দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে যথেষ্ট সতর্কতার সংগে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করেছি। আমাদের অনুসৃত নীতির যথার্থতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মন্তব্যও প্রনিধানযোগ্য ঃ "The policy challenge for these countries is to safeguard their gains by maintaining a market-oriented policy stance, maintaining macroeconomic stability and improving infrastructure and the supply of skilled labor so as to ease supply constraints in the economy..... Countries should also aim to let domestic investors diversify their portfolios internationally, ... a gradual and cautious removal of capital controls within the framework of policies to promote a sound domestic

banking system, along with an exchange rate policy that permits an appropriate degree of flexibility, will lessen the burden on fiscal adjustment and provide a better balance among policy instruments through a more developed financial sector".[1]

মাননীয় স্পীকার,

০৩। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ভারসাম্যমূলক সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক ঋণ, বাস্তব বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন রপ্তানী নীতি এবং দক্ষ জন শক্তি গড়ে তোলার কার্যকর নীতি অনুসরণে আমরা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছি যা দেশে বিদেশে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের করনীতি ছিল এই সব সামষ্টিক নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ন এবং পরিপূরক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রবনতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে উন্নয়নের সাথে সাথে রাজস্ব আহরণে আমদানী করের গুরত্ব ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। তাই স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরাও ক্রমান্বয়ে আমদানি বাণিজ্য করভিত্তি থেকে ভোগ (consumption) ও প্রত্যক্ষ (direct) করের উপর অধিকতর গুরত্ব প্রদান করেছি। এক কথায় আমরা বিদ্যমান কর ব্যবস্থাকে সহজ, হয়রানী ও দূর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

মাননীয় স্পীকার,

০৪। লর্ড ক্যামডেন বলেছিলেন "Taxation and representation are inseparable."[2] বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকার এই নীতিতে সম্পূর্ন বিশ্বাসী। তাই কর নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে করদাতা ও তাঁদের প্রতিনিধিদের নিবিড় মত বিনিময় এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার সকল ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে, কর নীতি প্রণয়নে আমাদের সরকারের পূর্বে কখনও সরকারী নীতি নির্ধারক, করদাতা এবং বেসরকারী খাতের এত নিবিড় এবং ব্যাপক মত বিনিময় হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের জবাবদিহিতা ও অংশিদারিত্বমূলক (participatory) কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রতি বাজেটের মতো এবারও বাজেট প্রস্তুতি পর্বে দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বণিক সমিতির সঙ্গে আমি বাজেট প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁদের সুপারিশ আমি যথাযথ গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছি। ট্যারিফ কমিশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বাজেট প্রস্তাবসমূহও বিবেচনা করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারও এফবিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তিনটি টাস্কফোর্স বেসরকারী খাতের প্রস্তাবসমূহ অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরত্বের সংগে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা

[1] Globalization and the Opportunities for Developing Countries, World Economic Outlook, IMF, Page-91, May,1997.
[2] Charles Pratt, Lord Camden 1714-1794, House of Lords, 7 March, 1766.

করেছে। এছাড়া রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন পর্যায়েও বর্তমান সরকারের অনুসৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি নিবিড় কার্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আগামী বছরের জন্য একটি অর্থবহ বাজেট প্রনয়নে সহায়তার জন্য আমি প্রাক বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহনকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার,

০৫। আমাদের বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতি পালনের সরকার, অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সরকার। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার অধিকতর নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষনের (monitoring) মাধ্যমে শুল্ক ও কর ফাঁকি রোধ করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা এবং শুল্ক প্রশাসনকে করদাতাদের অধিকতর কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিগত ১৯৯৮-৯৯ বাজেটে আমাদের সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেনাপোল কাস্টমস ষ্টেশনে একটি পূর্নাঙ্গ কাস্টম হাউস এবং সিলেট সিভিল বিভাগের অধিক্ষেত্র নিয়ে একটি নতুন শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট স্থাপিত হয়েছে। শুল্ক মুক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডেড ওয়্যারহাউসসমূহের প্রশাসন কেন্দ্রীয় ভাবে পরিচালনা ও সমন্বয় এবং এই সকল পণ্যের যথাযথ বৈধ খালাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকায় একটি বন্ড কমিশনারেট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ শুল্ক মূল্যায়ন ডাটা বেইজ (data-base) তৈরী করা এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ পূর্বক রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক মূল্যায়ন পরিদপ্তরকে পূর্নগঠন করে এর শীর্ষ পদটি কমিশনার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। আমাদের বাস্তবায়িত এ সকল পদক্ষেপ দেশের অন্যান্য খাতের মতো আর্থিক খাতেও সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেরই সুস্পষ্ট উদাহরণ।

০৬। আমি এই মহান সংসদকে আরও জানাতে চাই যে, প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান অধিকতর নিবিড় করা এবং কর প্রশাসনকে কর দাতাদের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর বিভাগকে সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে। এই লক্ষ্যে আমাদের প্রতিশ্রুত রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে তিনটি নতুন আয়কর জোন স্থাপনের প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে। আমরা আশা করি অতি শীঘ্রই এই জোন গুলি কাজ শুরুকরতে সক্ষম হবে।

মাননীয় স্পীকার,

০৭। বিগত অর্থ বছরের বাজেটে আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ছাড়াও বাজেট পরবর্তী সময়ে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের গুরত্বপূর্ন প্রয়োজনে এবং জাতীয় স্বার্থে সরকার জরুরী ভিত্তিতে তাৎক্ষনিকভাবে একাধিক নতুন ও সংশোধনমূলক কর ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। দেশে ক্রমাগত বাম্পার ফলন হওয়ায় এদেশের কৃষকদের উৎপাদিত চাউল ও গমের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার প্রশ্নে সরকার সর্বদা সচেতন দৃষ্টি রেখেছে। বিদেশী আমদানি চালের প্রতিযোগিতা থেকে দেশের কৃষকদের ন্যায্য প্রতিরক্ষণ প্রদানের স্বার্থে চাউল আমদানির উপর ৫ শতাংশ আমদানি

শুল্ক এবং এর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ Regulatory duty আরোপ করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে বিগত রমজান মাসের জন্য খেজুর, খোরমা এবং পিঁয়াজের শুল্ক হার হ্রাস করা হয়। এছাড়াও শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বিটুমিন, ছাপার কালি, প্লাষ্টিকের ষ্টেবিলাইজার ও এন্টি অক্সিডাইজিং উপাদান ইত্যাদির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'ক'** তে প্রদর্শিত হয়েছে।

০৮। মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে বাজেটোত্তরকালে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে কতিপয় পণ্য যেমন, নিউজপ্রিন্ট, ডিওপি, কীটনাশকের কাঁচামাল, ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য প্লাষ্টিক ফিল্ম, সিমেন্ট ক্লিংকার এর আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস বা মওকুফ করা হয়েছে। তাছাড়া সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার অধীন ব্যবসায়ীদের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক এবং বর্ণিত এলাকার বাহিরে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ও মূসক মওকুফ করা হয়েছে। অধিকন্তু দেশীয় সিগারেট শিল্প খাত থেকে সরকারের ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে গত বাজেটে সকল সিগারেটের প্যাকেটে ব্যান্ড রোড/ স্ট্যাম্প সংযোজনের মাধ্যমে প্রযোজ্য শুল্ক-কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এখাতে অবকাঠামোগত প্রস্তুতি নিতে সময় লাগায় এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্ব হলেও আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

০৯। আয়করের ক্ষেত্রে গৃহীত বাজেটোত্তর পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান; এ্যামোনিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ও সলুবর (বোরন) আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান এবং কম্পিউটার সামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রত্যাহার।

মাননীয় স্পীকার,

১০। বিগত অর্থ বছরে আমদানি পন্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে তিন বছরের জন্য বাধ্যতামূলক Pre-Shipment Inspection (PSI) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমদানি পণ্যের কায়িক শুল্ক পরীক্ষা সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনে দ্রুত পণ্য খালাস এবং পণ্যের বিবরণ, মূল্য, শ্রেনী বিন্যাস, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকৃত ঘোষণা নিশ্চিত করে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। একটি সম্পূর্ন নতুন ব্যবস্থা বিধায় প্রাথমিক ভাবে PSI পদ্ধতি বাস্তবায়নেও কিছু সমস্যা ছিলো। এফবিসিসিআই, বিভিন্ন চেম্বার এবং আমদানিকারকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সুপারিশের আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে আলোচনাক্রমে আমরা ইতোমধ্যে PSI আদেশে প্রয়োজনীয় ইতিবাচক সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। এর ফলে PSI সংক্রান্ত প্রাথমিক অসুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। PSI ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য ব্যবসায়ী মহলের সহায়তায় সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বর্তমান পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। দ্রুত পণ্য খালাস করা, আমদানিকারকদের অহেতুক হয়রানী যাতে না হয় তা নিশ্চিত করা এবং সরকারের রাজস্ব যথাযথভাবে সংরক্ষনের জন্য শুল্ক প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে

এবং এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাও গ্রহন করা হয়েছে। সরকারের রাজস্ব স্বার্থ সংরক্ষনের লক্ষ্যে PSI কোম্পানীর কাজ নিরীক্ষা করার জন্য শীঘ্রই PSI অডিট
এজেন্সী নিয়োগ করা হবে।

১১। ইতোপূর্বে বিভিন্ন কাস্টম হাউসগুলোতে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণের অন্য কাস্টম হাউস বা মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেটে বদলীর ব্যবস্থা ছিল না। অথচ সরকারী রাজস্ব প্রশাসনে কর্মকর্তাদের দক্ষতা দেশের সর্বত্র সুষম বন্টন বা রোটেশন হওয়া রাজস্ব স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়াও উক্ত নীতির কারণে ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সৃষ্টির সুযোগ ছিল। বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কারণে উপরোক্ত কর্মকর্তাদের ভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটে পারস্পরিক বদলীর একাধিক উদ্যোগ পূর্বে সফল হয়নি। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার একীভূত বদলী আইন "**ক্যাডার বর্হিভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী আইন, ২০০০**" জারী করে শুল্ক ও মূসক বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের আন্ত:কমিশনারেট বদলীর বিধান চালু করেছে। সরকারের এই শুভ পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর ইতিবাচক প্রভাব বর্তমান বছরের রাজস্ব আহরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার,

১২। সরকারের রাজস্ব কর্মকান্ডের একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান হলো আয়কর। রাজস্ব আহরণ ছাড়াও আর্থ সামাজিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রেও আয়করের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আয়করের হার যৌক্তিকীকরণ এবং আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিগত ৫ বছরে আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়নি- বরং তা হ্রাস করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা। স্বল্প আয়ের করদাতাদের করভার হ্রাস করার লক্ষ্যে করমুক্ত আয়ের সীমা ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা হতে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা আয়কর রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি এবং কর ভিত্তি সম্প্রসারণে সাফল্য অর্জন করেছি। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে আয়কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,৫৩৩ (এক হাজার পাঁচ শত তেত্রিশ) কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ আদায়ের পরিমাণ ১৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬০০ (তিন হাজার ছয় শত) কোটি টাকায় দাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৩। আমাদের সরকার কর্তৃক অব্যাহতভাবে কর ও প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশে আয়কর দাতার সংখ্যা ছিল ৬,২৬,০০০ (ছয় লক্ষ

ছাব্বিশ হাজার) জন। চলমান অর্থ বছরের শেষ নাগাদ দেশে আয়কর দাতার সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

১৪। মহান জাতীয় সংসদে আমি এখন আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমুহ উপস্থাপন করছি। করদাতাদের আয়কর পরিকল্পনার সুবিধার্থে ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে এক সাথে ২০০০-২০০১ ও ২০০১-২০০২ কর বছরের জন্য আয়করের হার নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, এখন থেকে বাজেটে ঘোষিত আয়কর হার পরবর্তী অর্থ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য আয়করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

১৫। বিদ্যমান কর হার অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ৪০ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। কতিপয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বানিজ্যিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে। যে সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বানিজ্যিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে তাদের উপর কর হার কমানো হলে তারা উদ্ধৃত্ত অর্থ বর্ধিত চাহিদা মোতাবেক জনসেবা প্রদানে পুনঃ বিনিয়োগ করতে পারবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বানিজ্যিক কর্মকান্ড ও জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত কতিপয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদেয় আয়করের হার ক্ষেত্র বিশেষে ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে অনুমোদিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেই এই হ্রাসকৃত হার প্রযোজ্য হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী জন প্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় সরকারের আয় সম্পূর্ণ করমুক্ত রাখার বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার,

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করেছে। কৃষিক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে রাজস্বনীতিও অবদান রেখেছে। মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদির আয়কে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। কৃষিকে উৎসাহ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখা এবং গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপনন হতে উদ্ভূত আয়কে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি। একই উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের জন্য পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারীদের আয়কেও জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

১৭। বিদ্যমান আয়কর আইনে হোটেল, মোটেল, প্রাইভেট পিকনিক স্পট ইত্যাদিকে কর অবকাশের জন্য পর্যটন শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে বিনোদন সুবিধার মান ও উপকরণ অপ্রতুল। বেসরকারী খাতে পর্যটন

শিল্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য amusement and theme park, holiday home, tourist resort, family fun and games ইত্যাদিকে আয়কর আইনে পর্যটন শিল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে জুন, ২০০৫ এর মধ্যে স্থাপিত এ ধরণের পর্যটন শিল্প স্থান ভেদে পাঁচ হতে সাত বছরের জন্য কর অবকাশের সুযোগ লাভ করবে।

মাননীয় স্পীকার,

১৮। কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে spot assessment এর প্রবর্তন করা হয়েছিল। কর কর্মকর্তাগণ বানিজ্যিক এলাকায় গিয়ে সহজে ও ঝামেলামুক্তভাবে তাৎক্ষণিকভাবে কর নির্ধারণ করায় spot assessment ইতোমধ্যে ব্যবসায়ী মহলে জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বিদ্যমান আইনে সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যবসায়িক পুঁজির করদাতাদের spot assessment পদ্ধতিতে ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) টাকা এবং বিভাগীয় অথবা জেলা সদরের পৌর সভার এরূপ করদাতাদের ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচ শত) টাকা আয়কর প্রদানের বিধান আছে। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে, করভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এবং স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় সর্বনিম্ন আয়করের পরিমাণ ১,০০০ (এক হাজার টাকা) এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্তে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যবসায়িক পুঁজির করদাতাদের এলাকা নির্বিশেষে spot assessment পদ্ধতিতে উল্লিখিত আয়করের হার হ্রাস করে ১,০০০ (এক হাজার) টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। spot assessment এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

১৯। বিদ্যমান আয়কর আইনে ব্যবসা আয়ের কর নির্ধারণকালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচের ন্যায় কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রদত্ত বেতন এবং পারিতোষিক খরচ হিসেবে অনুমোদন করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ১,৩২,০০০ (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকার বেশী পারিতোষিক প্রদান করা হলে আয়কর আইন অনুযায়ী এ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ পারিতোষিক খরচ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এই অতিরিক্ত ব্যয়কে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্ত ক্ষেত্র বিশেষে সরকার কর্তৃক গঠিত ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ এর সুপারিশ অনুযায়ী কোন কর্মকর্তাকে ১,৩২,০০০ (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকার অধিক পারিতোষিক প্রদান করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের এ খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমতাবস্থায় সরকার কর্তৃক গঠিত কোন ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ এর সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত পারিতোষিক প্রকৃতপক্ষে প্রদান করা হলে আয়কর আইনের আওতায় এ খরচকে পারিতোষিক ভাতা বাবদ খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করার প্রস্তাব করছি।

২০। বর্তমানে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উর্ধ্বের আয়ের সকল করদাতাকে আয় বৎসর চলাকালীন সময়ে আয়কর চার কিস্তিতে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করতে হয়। ইতোমধ্যে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা বৃদ্ধি করে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে করযোগ্য আয় থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাকে বছর শেষ হওয়ার আগেই আয়কর চার কিস্তিতে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। এতে করে ক্ষুদ্র করদাতারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে অগ্রিম আয়কর প্রদানের জন্য আয় সীমা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার স্থলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকায় পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর ফলে যে সকল করদাতার বাৎসরিক আয় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকার কম তাদের প্রদেয় আয়কর অগ্রিম হিসেবে প্রদান করার প্রয়োজন হবে না এবং তাঁরা আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সময় প্রদেয় করদায় পরিশোধ করতে পারবেন।

মাননীয় স্পীকার,

২১। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের প্রক্রিয়াকে অব্যাহতভাবে সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্ত করেছে। ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে আনীত পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদের সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম আয় এবং লোকসান বা রিফান্ডের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিলে কোন বাধা নেই। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিকে উদারীকরণ করায় সরকার ইতোমধ্যে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। বিগত অর্থ বছরে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সংখ্যা এবং আদায়ের পরিমাণ উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সহজীকরণ ও উদারীকরণের গৃহীত ধারা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে এরূপ উদার স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সুবিধা অপব্যবহার করে দান গ্রহণ বা দান প্রদানের দাবী করে অথবা মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি থেকে কৃত্রিম করমুক্ত আয় ঘোষণা করে কর আরোপনযোগ্য আয়ের করভার এড়িয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এ অপব্যবহারের সুযোগ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে যে সকল করদাতা দান গ্রহণ অথবা দান প্রদান করবেন অথবা মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি কর অব্যাহতিযোগ্য আয় প্রদর্শন করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। এ ব্যবস্থার ফলে যে সকল করদাতা প্রকৃত পক্ষে দান গ্রহণ বা প্রদান করবেন অথবা যাঁদের প্রকৃত কর অব্যাহতিযোগ্য আয় আছে তাঁদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির অপব্যবহার রোধ করা যাবে। এতে করে এ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাবে।

২২। বিদ্যমান আয়কর আইনে আয় নেই অথবা লোকসান হয়েছে এরূপ কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয়। ফলে অনেক কোম্পানী আয়কর রিটার্ণ দাখিল করছে না। করভিত্তি সম্প্রসারণ এবং কোম্পানী সমূহের আয় নির্ধারণে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে সকল কোম্পানীর আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছি।

২৩। বিদ্যমান আয়কর আইনে এয়ার লাইন্স কর্তৃক ট্রাভেল এজেন্সী কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। ট্রাভেল এজেন্টদের নিকট হতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে এরূপ উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি। ট্রাভেল এজেন্টদের নিকট থেকে সাধারণ পদ্ধতিতে আয়কর আদায় করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

২৪। বর্তমান অর্থবছরে আয়কর আইন ও বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য হলো আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ করা, বিনিয়োগের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং করদাতা ও কর প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গতিকে ত্বরান্বিত করা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং

আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ করের গুরত্ব ও পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিগত পাঁচ বছরে আয়কর সংস্কারের মাধ্যমে আমরা মোট রাজস্ব আদায়ে আয়করের অংশ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলাম এবং সফল হয়েছি। আয়করের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আয়করের ভূমিকা আরও সুসংহত ও আয়কর পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

২৫। আমদানি শুল্ক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমদানি শুল্কহার ক্রমাগত হ্রাস করা, শুল্কহারের সামঞ্জস্য বিধান, শুল্ক কাঠামো সরল ও যৌক্তিকীকরণ অর্থাৎ শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি সহজ, সরল, স্বচ্ছ এবং হয়রানিমুক্ত করা। আমি এখন ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের আমদানি শুল্কহার সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি পেশ করতে যাচ্ছি। বর্তমানে দেশে ৫, ১৫, ২৫ ও ৩৭.৫ শতাংশ শুল্কহারের মাত্র চারটি ধাপ বিদ্যমান রয়েছে। শিল্পোন্নয়নে সহায়তা এবং দেশীয় শিল্পের ন্যায্য প্রতিরক্ষণের স্বার্থে সাধারণভাবে মৌলিক কাঁচামালের শুল্কহার ৫ শতাংশ, দেশীয় উৎপাদন নেই এমন মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্কহার ১৫ শতাংশ, semi-finished goods এবং দেশীয় উৎপাদন রয়েছে এমন মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্কহার ২৫ শতাংশ এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্যের ক্ষেত্রে ৩৭.৫ শতাংশ শুল্কহার প্রয়োগের নীতির ধারাবাহিকতা বর্তমান বাজেটেও অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। উক্ত নীতির আলোকে বর্তমান বাজেটে পূর্ববর্তী বছর গুলোর মত বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে দেশীয় শিল্পের ন্যায্য সংরক্ষণের স্বার্থে স্বল্প সংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৬। দেশের সামগ্রিক শিল্পায়নে ভারী শিল্পের (heavy industries) ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। গ্যালভানাইজ্ড আয়রণ পাইপ উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের প্রসার উৎসাহিত করার জন্য জি,আই, পাইপ এর উপর প্রযোজ্য শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭.৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সংগে জি,আই,পাইপ তৈরীর কাঁচামাল ক্যালসাইন্ড পেট্রোলিয়াম কোক এবং প্রিন্টিং ইঙ্ক ফর জি,আই, পাইপ এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে।

২৭। দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্য বহনকারী রিফার ভ্যান এর শুল্কহার ইতোপূর্বে হ্রাস পূর্বক শূণ্য হারে নির্ধারণ করা হলেও রিফার কন্টেইনার এর উপর ২৫ শতাংশ শুল্কহার বিদ্যমান রয়েছে। রপ্তানির উদ্দেশ্যে কৃষি পণ্য এবং হিমায়িত খাদ্য পরিবহণে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় রিফার কন্টেইনার এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৮। সিরামিক ও মেলামাইন এই দুইটি শিল্প দেশের রপ্তানি খাতে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের চাহিদা পূরণ করে সিরামিক ও মেলামাইন পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচেছ। এই শিল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি নিশ্চিত কল্পে এ খাতে অব্যাহত সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। সে কারণে ইমালশন গ্লাস প্রিন্টস বা সেনসিটাইজিং ইমালশন, জিরকোনিয়াম সিলিকেট, এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং স্বীকৃত মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রির জন্য ট্রান্সফারস (ডিক্যালকোম্যানিয়াস) এর উপর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৯। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সরকার ব্যাপক সহায়তা প্রদানে আগ্রহী। দূষনমুক্ত নগর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত বাজেটে শুধু CNG চালিত ডাবল ডেকার বাস এবং ৪০ বা তদুর্ধ সিটের সাধারণ বাসের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছিল। একই নীতির আলোকে গনপরিবহন ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নয়ন, আমদানিকৃত তেলের পরিবর্তে দেশীয় গ্যাস ব্যবহার এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের বিবেচনায় চার ষ্ট্রোক CNG চালিত থ্রী-হুইলার পাবলিক ক্যারিয়ার (অনুর্ধ ১৫ আসন বিশিষ্ট) CBU কন্ডিশনে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় ইলেকট্রিক ব্যাটারী চালিত থ্রী-হুইলার এর উপর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করা যাচেছ। তবে CNG চালিত এবং ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত থ্রী হুইলারের নামে অন্য কোন থ্রী হুইলার যেন উক্ত সুবিধা ভোগ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বৃক্ষ নিধন রোধেও সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে কারণে দেশীয় বৃক্ষ নিধনের বিকল্প হিসেবে ম্যাচ কাঠি আমদানি পূর্বক দিয়াশলাই উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য কাষ্ঠজাত ম্যাচ স্প্লিন্ট এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হলো।

৩০। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। দেশীয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য মুদ্রণ কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রীর মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মুদ্রণ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আর্ট পেপার এবং আর্ট কার্ড এর বিদ্যমান শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পূর্বক ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা যাচেছ। অনুরূপভাবে কাগজ শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের উপর মূল্য সংযোজন কর এবং উচ্চ শুল্কহার বিদ্যমান থাকার কারণে দেশীয় কাগজ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ মুক্ত অর্থনীতিতে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছে। সে জন্য স্থানীয় কাগজ শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল রোজিন সাইজ, ডিফোমিং এজেন্ট এবং প্রিসিপিটেটেড ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে। দেশে প্রিন্টেড ভিনাইল বিলবোর্ড উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রিন্টেড ভিনাইল বিলবোর্ডের তুলনায় এ্যাডভারটাইজিং ম্যাটেরিয়াল, এ্যাডভার্টাইজিং পোষ্টার ও আউটডোর এ্যাডভার্টাইজিং পোষ্টার এর শুল্কহার কম থাকায় প্রিন্টেড ভিনাইল বিলবোর্ডকে উক্ত নামে আমদানি করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচেছ। এ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও শুল্ক ফাঁকির প্রবণতা রোধকল্পে ট্রেড এ্যাডভারটাইজিং ম্যাটেরিয়াল, এ্যাডভার্টাইজিং পোষ্টার ও আউটডোর এ্যাডভার্টাইজিং পোষ্টার এর শুল্কহার ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩১। বিদেশী ড্রাইসেল ব্যাটারীর ব্যাপক আমদানির কারণে দেশীয় ড্রাইসেল ব্যাটারী উৎপাদনকারী শিল্প বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্য ড্রাইসেল ব্যাটারীর কাঁচামাল পেপার সেপারেটর, প্রিন্টেড পিভিসি টিউব, পিভিসি স্রিংকেবল টিউব (প্লেইন) এর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাসপূর্বক ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে ড্রাইসেল ব্যাটারীতে ব্যবহার্য কার্বন রড উৎপাদনের কাঁচামাল রিফাইন্ড প্যারাফিন ওয়্যাক্সএবং কার্বন ব্লক এর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা যাচেছ। বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে।

৩২। দেশের সম্ভাবনাময় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য গত বাজেটে বিভিন্ন কাঁচামালের শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছিল। উক্ত সম্ভাবনাময় খাতের অগ্রগতিকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, মটর, ব্যালাস্ট ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক দ্রব্য তৈরীর কাঁচামাল কপার ওয়াইন্ডিং ওয়্যার এবং পেপার ইনসুলেটেড কপার কন্ডাক্টর, লেদার ওয়্যাথ পেপার, ড্রাই-টাইপ/কাস্ট রেজিন ট্রান্সফরমার, ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং অন্যান্য পলিশ এর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৩। বর্তমান সরকার বিগত দুই অর্থবছরের বাজেটে বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রস্তুতকারী দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য শুল্ক সহায়তা প্রদান করেছিল। একই নীতির আলোকে ইলেকট্রিক বাল্বের কাঁচামাল ল্যাম্প শেল, ফ্লাঞ্জ টিউব এবং এক্জস্ট টিউব এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৩৪। দেশের শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণ, উহার ন্যায্য প্রতিরক্ষণ প্রদান এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর প্রযোজ্য রেয়াতী শুল্কহার ও সাধারণ শুল্কহারের পার্থক্যের কারণে এর অপব্যবহার ও শুল্ক ফাঁকির আশংকা দূরীকরণের লক্ষ্যে গত বাজেটে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াত আদেশটিকে সরলীকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজেল ইঞ্জিন এবং ভ্যাকুয়াম পাম্পকে উক্ত রেয়াতাদেশে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হলো। একই সঙ্গে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্লোয়ার এর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পূর্বক ২৫ শতাংশ এবং এয়ার কম্প্রেসার মাউন্টেড অন এ চেসিস ফর টাওয়িং এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৩৫। বর্তমানে দেশে হরলিক্সজাতীয় শুকনো হেল্থ ড্রিংক উৎপাদিত হচ্ছে। এ পণ্যটির দেশীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উক্ত পণ্যের কাঁচামাল কোকোয়া পাউডার এবং বাটারমিল্ক পাউডারের শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেখানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হেল্থ ড্রিংক এর মৌলিক উপাদানের একটি অংশ হিসেবে ড্রাই মিক্স ইনগ্রেডিয়েন্টস এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩৬। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমূখীকরণের (diversification) লক্ষ্যে সরকার গত বাজেটে কৃষি নির্ভর শিল্প খাতকে (agro-processing industry) বেশ কিছু সহায়ক সুবিধাদি প্রদান করেছিল। এই নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবে জ্যাম, জেলী এবং মারমালেড ইত্যাদির কাঁচামাল পেকটিক সাবস্টেন্স, পেকটিনেট্স এবং পেকটেট্স এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করা এবং আমের রস (juice) তৈরির কাঁচামাল ম্যাংগো পাল্প এর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৭। ফলের রস মোড়কজাতকরণে ব্যবহার্য এ্যাসেপটিক প্যাক (asceptic pack) এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ। অথচ একই জাতীয় পণ্য হওয়া সত্ত্বেও 'টেট্রা প্যাক' (tetra pack) ব্রান্ড নামে আমদানি করা হলে প্রযোজ্য শুল্কহার ৫ শতাংশ। ফলে টেট্রা প্যাক ব্যাতীত অন্যান্য এ্যাসেপটিক প্যাক আমদানিকারকগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই বিদ্যমান ট্যারিফ সিডিউলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক টেট্রা প্যাক বা এ্যাসেপটিক প্যাক উভয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্কহার ধার্য করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে এ্যাসেপটিক প্যাকে ষ্ট্র যুক্তকরণে ব্যবহার্য রাবার/প্লাস্টিক বেইজ্ড এডহেসিভস্ এবং আর্টিফিসিয়াল রেজিন এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩৮। বর্তমানে বিদেশী বিস্কুট আমদানির কারণে দেশীয় বিস্কুট উৎপাদন শিল্প অসম প্রতিযোগীতার সম্মূখীন হচ্ছে। বিস্কুট তৈরীর কাঁচামাল এবং প্যাকিং সামগ্রীর উপর সর্বোচচ শুল্কহার এবং বিভিন্ন হারে সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য। অথচ আমদানিকৃত বিস্কুটের ক্ষেত্রে কোন সম্পূরক শুল্ক নেই। উক্ত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিস্কুট তৈরীর কাঁচামাল ফ্লেভার এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা এবং বিস্কুট ও বিস্কুট তৈরীর কাঁচামালের উপর সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হলো ।

৩৯। দেশে উন্নতমানের চকলেট উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এর কাঁচামাল লিকুইড চকলেট এর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। অন্যান্য এইচ,এস,কোড (H.S.Code) ভূক্ত প্রস্তুতকৃত খাবার আমদানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ থেকে ৩৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কহার থাকলেও এইচ,এস,কোড ২১০৬.৯০.২০ ভূক্ত "Food preparations not elsewhere specified or included" বর্ণনার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্কহার রয়েছে। অতএব সমজাতীয় পণ্যের শুল্কহার যৌক্তিকিকরণের লক্ষ্যে উক্ত কোডভূক্ত পণ্যের শুল্কহার বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪০। সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত (ফিনিস্ড) ফ্যান আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ নির্ধারিত থাকলেও ফ্যানের যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার মাত্র ১৫ শতাংশ। সে কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক চালানে বিযুক্ত অবস্থায় ফ্যানের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাংশ আমদানি পূর্বক ফ্যান তৈরী করে বাজারে বিক্রি করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার অতি নগন্য। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় প্রকৃত বৈদ্যুতিক ফ্যান প্রস্তুতকারী শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারণ তারা স্থানীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করছেন। অতএব দেশীয় বৈদ্যুতিক ফ্যান শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য ফ্যানের যন্ত্রাংশের শুল্কহার বৃদ্ধি পূর্বক ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করা যাচ্ছে। একই কারণে তালার (lock) যন্ত্রাংশের শুল্কহারও ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হল। দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ ও প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (হাইড্রোক্লোরিক এসিড), মেডিকেটেড এডহেসিভ প্লাস্টার, এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাক্ড উহথ পেপার/পেপার বোর্ড, লেড অক্সাইড, ব্যান্ড স ব্লেড এর উপর শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। এছাড়াও ব্যান্ড স ব্লেড তৈরীর কাঁচামাল কার্বন ষ্টীল ষ্ট্রীপ (১.২২ মি.মি. পর্যন্ত পুরত্ব এবং ১৫২.৫ মি.মি. পর্যন্ত প্রস্থ বিশিষ্ট) এর শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-'খ'** তে দেয়া হয়েছে।

৪১। বাংলাদেশের স্বীকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারীগণ ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের সুপারিশক্রমে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গ্লাস এ্যাম্পুল এবং পিভিসি/পিভিডিসি ফিল্ম ফর ব্লিস্টার প্যাক আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে অর্থাৎ ৫ শতাংশ হারের শুল্ক সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু ট্যারিফ সিডিউলে পণ্যগুলোর শুল্কহার ৫ শতাংশ উল্লেখ থাকায় অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণও একই সুবিধাভোগ করছেন। ফলশ্রুতিতে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অতএব দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষনের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বীকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারীগণ ব্যতীত বাণিজ্যিক আমদানিকারক গণ কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে গ্লাস এ্যাম্পুল এবং পিভিসি/পিভিডিসি ফিল্ম ফর ব্লিস্টার প্যাক এর শুল্কহার বৃদ্ধি পূর্বক ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৪২। বর্তমান সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একান্ত সচেষ্ট। এ কারণে বিগত বছরগুলোতে শুল্কমুক্তভাবে বৈদ্যুতিক জেনারেটর সেট আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণে সহায়ক এই শুল্কমুক্ত সুবিধা আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর,২০০১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৩। অবৈধ আমদানি রোধ করে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশী বল পয়েন্ট কলম শিল্পের কাঁচামাল বল পয়েন্টস (টিপ সহ) এবং ইঙ্ক ফর বল পয়েন্ট পেন এর শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। একই কারণে রিক্সা টায়ার ও টিউব

তৈরীর কাঁচামাল সিনথেটিক রাবার এবং সাইকেলের টিউব তৈরীর কাঁচামাল বাই সাইকেল টিউব ভাল্‌ভ এর শুল্ক-হারও হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। মেডিসিন স্ট্রীপ এবং ব্লিস্টার ফয়েল তৈরীর কাঁচামাল হিট সিলেবল লেকার এর শুল্কহারও একই কারণে হ্রাসের প্রস্তাব করা হলো। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে প্রদত্ত হয়েছে।

৪৪। আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমানে বাংলাদেশে PET chips থেকে DTY উৎপাদনের বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়েছে। POY এবং DTY একই হেডিংভূক্ত এবং প্রায় একই প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও POY এর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ এবং DTY এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। ফলশ্রুতিতে মৌলিক কাঁচামাল PET chips হতে সরাসরি DTY উৎপাদনকারী বৃহৎ শিল্পসমূহ অসম প্রতিযোগীতার সম্মূখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, POY এবং DTY এর ক্ষেত্রে অভিন্ন হার অর্থাৎ ১৫ শতাংশ শুল্কহার প্রয়োগ করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। তাঁত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় Lumi Lurex Yarn বা জরি উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষনের জন্য গত বাজেটে জরির শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বর্তমানে Lumi Lurex Yarn (জরি) এবং এর উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল প্লাস্টিক ফিল্ম মেটালাইজ্‌ড ইয়ার্ন গ্রেড উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার ১৫ শতাংশ। সে কারণে উক্ত শিল্পের অধিকতর প্রতিরক্ষনের জন্য জরি তৈরীর কাঁচামাল প্লাষ্টিক ফিল্ম মেটালাইজড ইয়ার্ন গ্রেড এর শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাসপূর্বক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৪৫। বর্তমান সরকার বস্ত্র শিল্পসহ সকল পশ্চাদ-সংযোগ (backward-linkage) শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রপ্তানিমূখী শিল্পের গুরত্বের কথা বিবেচনা করে বিগত বাজেটগুলোতে টেক্সটাইল স্পেয়ারস এর শুল্কহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস করা হয়েছে। একই নীতির ধারাবাহিকতায় বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংগে পরামর্শক্রমে স্ল্যাফহার্স্ট অটোকোনার স্পেয়ার পার্টস এর শুল্কহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাসপূর্বক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। অধিকন্তু ববিন, শাটল, লুম স্পিন্ডল ইত্যাদি টেক্সটাইল স্পেয়ার্স তৈরীর কাঁচামাল সীজন্‌ড বীচ উড, কার্বন স্টীল রড (০.২৫ শতাংশ বা অধিক কিন্তু ০.৬ শতাংশ এর কম কার্বন সম্পন্ন), কার্বন স্টীল বার (০.২৫ শতাংশ বা অধিক কিন্তু ০.৬ শতাংশ এর কম কার্বন সম্পন্ন) এর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসেরও প্রস্তাব করা হল। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-'খ'** তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪৬। দেশে আমদানিকৃত চক ষ্টোন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চক পাউডার উৎপাদনের শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে উভয় পণ্যের একই শুল্কহার বিদ্যমান থাকায় দেশীয় শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য চক ষ্টোনের আমদানি শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পূর্বক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হল। একইভাবে আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে সিমেন্ট প্যাকিং ব্যাগ উৎপাদনের স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য স্যাক্ ক্রাফ্‌ট পেপার (আনব্লিচড্) এর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-'খ'** তে প্রদত্ত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৭। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমান সরকারের সময়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ন্যায় বর্তমান অর্থ বছরেও চালের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু দেশে উৎপাদিত চালের তুলনায় আমদানীকৃত চালের মূল্য কম হওয়ায় দেশীয় কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উৎপাদিত চালের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য চাল আমদানীর উপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ আমদানী শুল্কের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ হারে regulatory duty আরোপ করা হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় এবং একই উদ্দেশ্যে চালের শুল্কহার ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৪৮। দ্রুত গতিতে শিল্প স্থাপনে Pre-fabricated Building ম্যাটেরিয়াল অত্যন্ত কার্যকর। তবে দেশে স্থাপিত Pre-fabricated Building শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হওয়ায় শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Pre-fabricated Buildings এর বিদ্যমান শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। তবে একই সংগে দেশীয় Pre-fabricated Buildings তৈরীর কারখানার প্রতিরক্ষণের স্বার্থে উহা তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল ফাইবার গ্লাসউল, ওয়্যারমেশ গ্যালভানাইজড্, সেল্ফ ট্যাপিং স্ক্রু, এইচ এবং আই সেকশন এর শুল্কহারও কমিয়ে ৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও প্রি-ফেব্রিকেটেড ষ্টীল বিল্ডিং উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল জিংক কোটেড ওয়াইড কয়েল (৮০০ মিমি বা অধিক কিন্তু ১২০০ মিমি এর কম প্রস্থ বিশিষ্ট) এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-'খ'** তে প্রদত্ত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৯। স্থানীয় এক্সরে মেশিনে এক্সরে ফিল্মের পরিবর্তে ব্যবহার্য লেজার ফিল্ম, গ্যাস ও পানির পাইপ লাইনে লিকেজ বন্ধে ব্যবহার্য টেপলিন টেপ, চশমা শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য প্লাস্টিক ব্লাংক ও প্লাস্টিক ডেমো, ঔষধ শিল্পের ষ্টেরাইল (sterile) এলাকায় ব্যবহার্য স্টেরাইল নন-ওভেন হেড কভার, এ্যাপ্রন ও শ্যু কভার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের জন্য ড্রিংকিং ওয়াটার পিউরিফায়ার, কমপ্রেস্ড বা লিকুইফাইড গ্যাস ভরার জন্য ৫০০০ লিটারের কম ক্যাপাসিটি সম্পন্ন সিলিন্ডার এর উপর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। সার হিসেবে ব্যবহৃত ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং লাইনিয়ার এ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট দেশে প্রস্তুত করা হচ্ছে। সুতরাং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট তৈরীর কাঁচামাল ম্যাগনেসাইট পাউডার এর শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশে এবং লাইনিয়ার এ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট তৈরীর কাঁচামাল লাইনিয়ার এ্যালকাইল বেনজিন এর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে ফসফো জিপসামের শ্রেণীবিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় বিদ্যমান ট্যারিফ সিডিউলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক এর উপর অন্যান্য সারের (fertilizer) ন্যায় 'শূন্য' শুল্কহার নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট-'খ'** তে প্রদান করা হয়েছে।

৫০। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেট পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দেশীয় শিল্পের এবং কৃষকদের ন্যায্য স্বার্থ প্রতিরক্ষণের জন্যে কিছু কিছু পণ্যের উপর রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করা হয়েছিল। উক্ত রেগুলেটরী ডিউটি বিলুপ্ত করে ক্ষেত্রমতে সম্পূরক শুল্ক এবং আমদানী শুল্কের সংগে সমন্বয় করা হয়েছে। পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসগত জটিলতা নিরসনকল্পে কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে পৃথক শ্রেণীবিন্যাসকরণ কোড সৃষ্টি করে বিদ্যমান ট্যারিফ সিডিউলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এন্টি বায়োটিক ঔষধ এবং প্যারাসিটামল ঔষধ উৎপাদনের কাঁচামাল সংক্রান্ত রেয়াতী আদেশ দু'টিতে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য অভিন্ন (common) থাকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন নামে একাধিক বার অন্তর্ভূক্ত থাকায় উক্ত আদেশ দু'টিকে একীভূত করে একটি সমন্বিত আদেশ প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং এতে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৫১। শুল্ক ও কর মওকুফ এবং রেয়াত সংক্রান্ত কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর seciton 20 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪(২) এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করনের লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর ধারা ৭ এর উপধারা (১) এ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ মওকুফের বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিদেশ প্রত্যাগত যাত্রীসাধারণ কর্তৃক ব্যাগেজে আমদানীকৃত টেলিভিশনের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে টেলিভিশনের সাইজ ভিত্তিক শুল্ককরের ৩টি স্তর নির্ধারণ, তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে কম্পিউটার স্ক্যানারকে ব্যাগেজের শুল্কমুক্ত তালিকাভূক্ত করণ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজে পণ্য আমদানী নিরৎসাহিত করণের জন্য ফটোকপিয়ার/ফটো-এনলার্জার মেশিনকে ব্যাগেজ বহির্ভূত করণের লক্ষ্যে **যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০০০** সংশোধন করা হয়েছে।

৫২। শুল্ক প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং শুল্ক পদ্ধতি সহজতর করার জন্য গৃহীত Customs Administration Modernization Project কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন শুল্ক ভবন এবং শুল্ক ষ্টেশনে Risk Based Selectivity Module এর প্রয়োগ/ব্যবহার এবং নতুন বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্ট চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুল্ক প্রশাসন গতিশীল করা এবং শুল্কায়ন সহজতর করার জন্য শুল্ক আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন ও নতুন ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন। তাই, কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর বিভিন্ন ধারার সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংশোধন ও কতিপয় নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

৫৩। আপনি অবগত আছেন যে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, স্থানীয় শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়ন ও স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কর কাঠামো প্রতিষ্ঠায় মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা বিগত বছরগুলোতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত পাঁচ বছরে মূল্য সংযোজন কর ভিত্তিসহ মূল্য সংযোজন কর থেকে রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে যেখানে মূল্য সংযোজন কর দাতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,২৩,৫০০ (এক লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত) তা বর্তমান অর্থবছরের শেষে ১০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫১,০০০ (দুই লক্ষ একান্ন হাজার) এ দাঁড়িয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ভিত্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আদায় ১৯৯৬ সালে আহরিত ২,৭৬৯ (দুই হাজার সাত শত ঊনসত্তর) কোটি টাকা থেকে ৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরের শেষে প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

মাননীয় স্পীকার,

৫৪। আমি এখন ইতোপূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন নীতি ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কখাতের কতিপয় প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এ মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি ঃ—

(ক) একথা সবার জানা যে, সোনার বাংলার সোনালী আঁশ পাট ও পাটশিল্পজাত পণ্য এককালে এ দেশের অর্থনীতি ও জাতিসত্ত্বার অহংকার ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এবং পেট্রো-কেমিক্যালজাত বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্যের আগমনে এই সোনালী আঁশ পাট ও পাটশিল্প বর্তমানে বহুমূখী প্রতিকূলতার সম্মুখীন। এ শিল্পের রগ্নদশা পাট চাষী, পাট শিল্প শ্রমিক, এ শিল্পের উদ্যোক্তাসহ দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ নাজুক অবস্থা থেকে এ খাতটিকে উদ্ধার করে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি পাটশিল্পে উৎপাদিত সকল পাটজাত পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। এ কারণে বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হলেও প্রস্তাবিত ব্যবস্থা পাটশিল্পখাতকে কিছুটা হলেও প্রতিযোগী হতে সাহায্য করবে বলে সরকার আশা পোষণ করে;

(খ) স্বল্প পুঁজি ভিত্তিক, অধিক কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি বিকাশে সক্ষম বলে খ্যাত দেশীয় ফাউন্ড্রী ও ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের গুরত্ব অপরিসীম। কৃষিসহ দেশের বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ খাতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে এ শিল্পখাতটি বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিনিয়ত অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে উক্ত শিল্পখাতে উৎপাদিত কৃষি সংশ্লিষ্ট ও সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য অনেক পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বিগত বছরগুলোতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ শিল্প কর্তৃক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সেচ পাম্পের ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ও ফিশিং ট্রলার ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফের প্রস্তাব করছি;

(গ) স্বল্পতম সময়ে ও তুলনামূলক কম ব্যয়ে শিল্পস্থাপনে সহায়ক প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং বর্তমানে দেশে তৈরী হচ্ছে। এ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষণে এবং শিল্পোদ্যক্তাদের নিকট তুলনামূলক কম মূল্যে সরবরাহের নিমিত্তে প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং এর উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করা হলো।

(ঘ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে বর্তমানে চাল, গম, আটা ও ময়দার আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফ আছে। কিন্তু চাল ও গম হতে উৎপাদিত সুজির উপর ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর এখনও অব্যাহত আছে। একটি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার্য সুজির উৎপাদন পর্যায়ে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৫। উপরি-উক্ত একই আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলীও আমি এ মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি ঃ

(ক) শারীরিকভাবে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ জনসাধারণের চলাফেরার সুবিধার্থে ব্যবহার্য ইনভ্যালিড ক্যারেজ (হুইল চেয়ার) এর আমদানী পর্যায়ে বর্তমানে আমদানী শুল্ক সম্পূর্ণ মওকুফ ও ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য আছে। দুঃস্থ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিধায় হুইল চেয়ারের আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফের প্রস্তাব করছি;

(খ) প্লাস্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে। এই শ্রেণীর ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে বিগত বাজেটে প্রতিজোড়া ৪০ টাকা পর্যন্ত মূল্য সীমায় উক্ত পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করা হয়েছিল। ব্যবসায়ী সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে উক্ত পণ্যের জোড়াপ্রতি অব্যাহতি মূল্যসীমা ৪০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো;

(গ) জনস্বাস্থ্যের উপর তামাকজাত পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিবেচনা থেকে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য সিগারেট পেপারের আমদানীতে সকল প্রকার শুল্ক করসহ মোট ১৬১ শতাংশ কর আপাতন (Incidence of taxes) বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে স্থানীয় শিল্পে উৎপাদিত সিগারেট পেপারের উপর অপেক্ষাকৃত কম হারে কর আপাতন (Incidence of taxes) বিদ্যমান রয়েছে। এ অসম ব্যবস্থা নিরসনকল্পে এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এই পণ্যের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় রেখে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সিগারেট পেপারের উপর ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি;

(ঘ) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে বিগত বাজেটে ইথাইলিন পলিমারের তৈরী স্যাক ও ব্যাগ এর আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উল্লিখিত পণ্যের তুলনায় আমদানীকৃত একই পণ্য কিছুটা অধিকতর শুল্ক কর সুবিধা

ভোগ করছে। এই পরিস্থিতিতে এবং পরিবেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে ইথাইলিন পলিমারের তৈরী সকল রং এর স্যাক ও ব্যাগের উল্লিখিত দু'পর্যায়ের শুল্ক-কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে আমদানী পর্যায়ে বিদ্যমান ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি;

(ঙ) Glazed Tiles এর আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে বর্তমানে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান। পক্ষান্তরে Unglazed Tiles এর কোন পর্যায়েই বর্তমানে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য আলোচ্য দু'টি পণ্যের শুল্ক-কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণ এবং এক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণা রোধকল্পে Glazed Tiles এর ন্যায় Unglazed Tiles এর উপরেও আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৬। আমদানীকৃত পণ্যের তুলনায় দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত একই পণ্যের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ বিবেচনা থেকে এবং শুল্ক-কর কাঠামোকে অধিকতর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত ছাপার কাগজ, সেল্‌ফ টেপিং স্ক্রু ও অন্যান্য স্ক্রু এবং বোলটস্ (নাট/ ওয়াসার যুক্ত থাকুক বা না থাকুক) এবং ছাপার কালির উপর উৎপাদন পর্যায়ে ১০ শতাংশ হারে আরোপিত সমুদয় সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় পলি প্রোপাইলিনের তৈরী প্রিন্টেড প্যাকেজিং ফিল্ম এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য ২২.৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করে ৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৫৭। দেশে বর্তমানে সিরামিকের তৈরী উন্নতমানের টেবিল ওয়্যার, কিচেন ওয়্যারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রীর উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব পণ্য বৈদেশিক বাজারেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কারণে বর্তমানে বিদেশী পণ্যের ব্যাপক আমদানীর ফলে এ শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে পোরসেলিনের তৈরী সমজাতীয় পণ্যের উপর আমদানি পর্যায়ে ৩০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক বহাল আছে। আমদানীকৃত সিরামিক পণ্যের সাথে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের সুষম প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকল্পে এবং পোরসেলিন এর তৈরী পণ্যের সম্পূরক শুল্ক ও কর কাঠামোর সাথে যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে সিরামিকের তৈরী আমদানীকৃত টেবিল ওয়্যার, কিচেন ওয়্যারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রীর উপর ৩০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার্য পুশ বাটন এ্যাম্প এর আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করা হলো।

৫৮। আমদানীকৃত পণ্যের সাথে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা আরো ন্যায়সঙ্গত করার লক্ষ্যে "বিস্কুট, ওয়েফলস্ ও ওয়েফারস্" ও "পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেটসহ অন্যান্য উপকরণের তৈরী প্লাস্টিক শীট ও পলি কার্বনেট শীট" এর আমদানীতে যথাক্রমে ১০ ও ৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা হলো। একই বিবেচনায়

"ফ্লুরোসেন্ট হট ক্যাথড (টিউব লাইট)" এর আমদানীতে প্রযোজ্য রেগুলেটরী ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক একীভূত করে তৎপরিবর্তে ৭৫ শতাংশ ও "সকল প্রকার চকলেট" এর আমদানী পর্যায়ে ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, বল পয়েন্ট কলম আমদানীতে বিদ্যমান ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে পুনঃধার্যের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পে কাঁচামাল ও প্যাকেজিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার্য তরল গ্লুকোজ ও স্ট্রেচ র‍্যাপিং ফিল্ম এর আমদানীতে প্রযোজ্য ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ মওকুফ এবং পেট্রোলিয়াম জেলীর আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করে ৭.৫ শতাংশে পুনঃধার্যের প্রস্তাব করা হলো।

৫৯। আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত এলাম এ ৫ শতাংশ, ম্যাচ-কাঠি প্যাকিংয়ের জন্য ডুপ্লেক্সআউটার শেল ব্যতীত নন করোগেটেড পেপার ও পেপার বোর্ডের তৈরী ফোল্ডিং কার্টুন, বাক্স ও কেস এর আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে এবং "ওভেন টেক্সটাইল ফেব্রিক্সবেইসড ইমারী পাউডার" এর আমদানিতে ২.৫ শতাংশ হারে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করা হলো। অন্যদিকে শ্রেণীবিন্যাসের অসংগতির কারণে শুল্কায়নে জটিলতা ও তজ্জনিত শুল্ককর কাঠামোর বৈষম্য দূরীকরণার্থে পামিটিক এসিড ও ইহার সল্ট এবং এস্টার বা সোপ নুডুলস্ এ বিদ্যমান ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে পুনঃধার্য করার প্রস্তাব করা হলো।

৬০। বর্তমানে সিরামিক ও স্টেইনলেস স্টীলের তৈরী বিভিন্ন স্যানিটারী ওয়্যারস এর আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরী অনুরূপ পণ্যে কোন সম্পূরক শুল্ক নেই। এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য প্লাস্টিকের তৈরী বাথটাব, শাওয়ার বাথ, ওয়াশ বেসিন, বিডে, ল্যাভেটরী প্যান, শীট ও কাভার, ফ্লাশিং সিস্টার্নস এবং অনুরূপ স্যানিটারী ওয়্যারের আমদানী পর্যায়ে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬১। বিভিন্ন এইচ,এস, কোড ভূক্ত আয়রন ও স্টীলের তৈরী পাইপ, টিউব, হলো (Hollow) প্রোফাইলস্ ইত্যাদি পণ্যে বর্তমানে আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে শূন্য থেকে ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। একই জাতীয় পণ্যে বিভিন্ন হারে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান থাকায় শুল্ক-কর ফাঁকি ও আমদানীকারকের হয়রানিসহ বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অবস্থার নিরসনকল্পে উল্লিখিত শ্রেণীভুক্ত সকল পণ্যের আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হলো। একই বিবেচনায় হরলিকস ও মাল্টোভা জাতীয় পণ্যের বাল্ক আমদানীতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে খুচরা প্যাকিং এ আমদানীকৃত উক্ত পণ্যের উপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি।

৬২। বর্তমানে আমদানীকৃত ট্যালো (Tallow) এ ১০ শতাংশ ও ক্রুড নারিকেল (কোপরা) অয়েল এবং ক্রুড পাম কার্ণেল অয়েলে ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী ডিউটি আরোপিত আছে। রেগুলেটরী ডিউটি হিসেবে ধার্যকৃত উল্লিখিত হার সমূহের পরিবর্তে এসব পণ্যের প্রত্যেকটির বিপরীতে উক্ত একই হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হলো। তাছাড়া RBD Palm Stearin এ আরোপিত ১০ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি ও ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক একীভুত করে ১২.৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬৩। সরকারের অনুসৃত অনুকূল নীতির সুফল হিসেবে এবং উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় দেশের ঔষধ শিল্পখাত বর্তমানে উন্নতমানের ঔষধ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানী করছে। বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ঔষধ রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর প্রযোজ্য সকল শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ বা ফেরতের ব্যবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে নতুন রপ্তানী বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে নমুনা হিসেবে বিদেশী ক্রেতার নিকট প্রেরিত ঔষধের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশী বাজারে দেশীয় ঔষধের চাহিদা সৃষ্টি ও রপ্তানী বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নমুনা হিসেবে প্রেরিত প্রতি চালানে সর্বোচ্চ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং বছরে সর্বোচ্চ ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত ঔষধের নমুনার স্থানীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করা হলো।

৬৪। দেশে উৎপাদিত আসবাবপত্রের উপর সেবা হিসেবে বর্তমানে আসবাবপত্র বিক্রয় ও মেরামত বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ২০ শতাংশ পরিমাণ অর্থের উপর ১৫ শতাংশ হারে অর্থাৎ মোট মূল্যের উপর ৩ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। নির্ধারিত এ মূল্যভিত্তি এ খাতের প্রকৃত মূল্য সংযোজন এবং তার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর, বর্তমানে প্রযোজ্য টার্ণওভার কর হারের তুলনায় কম বিধায় আসবাবপত্রের বর্তমান মূল্যভিত্তি ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ নীট মূল্য সংযোজন কর ৬ শতাংশে পুনঃ ধার্যের প্রস্তাব করা যাচ্ছে। অন্যদিকে তৈরী পোশাক বিক্রয় কেন্দ্র শীর্ষক সেবার আওতায় রেশম বস্ত্রসহ অন্যান্য তৈরী পোশাক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ সংকুচিত মূল্যভিত্তি হ্রাস করে ১০ শতাংশে পুনঃ ধার্যের প্রস্তাব করা হলো।

মাননীয় স্পীকার,

৬৫। অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী ইট (Bricks) এর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতি সেকশনে ৯,৩৩,৩৩৩ (নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ) পিস হিসেবে নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য। এ সংক্রান্ত বিধিমালায় ইট ভাটার সেকশন নির্ধারণে বর্তমানে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। এসব

অসংগতি দূর করে ইটভাটা হতে সেকশন প্রতি প্রদেয় কর সঠিকভাবে নিরূপণ ও সহনীয় কিস্তিতে প্রদানের উদ্দেশ্যে নতুনভাবে প্রণীত বিধিমালা বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

মাননীয় স্পীকার,

৬৬। দেশে উৎপাদিত এলোপ্যাথিক ঔষধের খুচরা মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকায় এর উৎপাদন পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদান সাপেক্ষে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর থেকে উক্ত পণ্যকে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত এ্যারোসল ও সিগারেটের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয়। ফলে এ পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় পর্যায়ে করযোগ্য অতিরিক্ত কোন মূল্য সংযোজন হয় না। এ বিবেচনায় এ দু'টো পণ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করা হলো।

মাননীয় স্পীকার,

৬৭। করযোগ্য পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ১৩.৩৫ শতাংশ মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ হারে অর্থাৎ মোট বিক্রয় মূল্যের উপর ২ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদানের ব্যবস্থা বিগত বাজেটে অনুমোদন করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে একাধিকবার মত বিনিময় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে নির্ধারিত বর্তমান মূল্যভিত্তি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ খাতের প্রকৃত মূল্য সংযোজনের চেয়ে বেশী বলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তা হ্রাসের অনুরোধ জানায়। সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে এবং এখাত হতে ব্যবসায় সহায়ক (trade friendly) মূল্য সংযোজন কর আদায়ের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১৩.৩৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন হ্রাস করে ১০ শতাংশে পুনঃ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এর ফলে করযোগ্য পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় পর্যায়ে নীট মূল্য সংযোজন কর ২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। পাশাপাশি যে সব ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজন প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ অপেক্ষা বেশী বা কম হবে তাঁরা পণ্যমূল্য ঘোষণা ও যথাযথ মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে পারবে মর্মে প্রস্তাব করা হলো।

মাননীয় স্পীকার

৬৮। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালাকে আরও স্বচ্ছ ও ব্যবসা সহায়ক (trade friendly) ও করদাতা এবং মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের কার্যাবলী আরো জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে উক্ত আইন ও বিধিমালার কতিপয় বিধানের পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬৯। পরিবর্তন, সংস্কার ও গতিই সুস্থ জীবনের লক্ষণ। স্থবিরতা, পরিবর্তন বিমুখতা ও পশ্চাদমূখীতা বিলীন হওয়ারই নামান্তর। তাই, আমরা ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের কর ব্যবস্থা ও কর প্রশাসনকে আধুনিক এবং বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার উপযোগী রাখার ব্যবস্থা নিয়েছি। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে Customs Administration Modernization (CAM-1) প্রকল্পের মাধ্যমে শুল্ক প্রশাসন আধুনিকীকরণ, কম্পিউটারাইজড্ শুল্কায়ন ও ডাটা প্রক্রিয়াকরণ, Risk based selectivity মানদন্ডের ভিত্তিতে পণ্য চালান পরীক্ষার জন্য বাছাইকরন, শুল্ক মুক্ত বন্ডেড ওয়্যার হাউজ ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ণ ও খালাসোত্তর অডিট (Post Clearance Audit), অভ্যন্তরীন অডিট এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করন ও শুল্ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এই সকল উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শুল্ক আদায় পদ্ধতি আধুনিক, সহজ ও হয়রানী মুক্ত করা। CAM-1 প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে শুল্ক বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা কাজ করছেন। প্রকল্প সমাপ্তির পর এই সকল কর্মকর্তাগন নিজ কর্মস্থলে ফিরে এসে প্রকল্পে অর্জিত কারিগরী জ্ঞান শুল্ক প্রশাসনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

৭০। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের Department for International Development (DFID) এর অর্থায়নে Strengthening and Modernising VAT Administration শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগকে কারিগরী, নীতি, কর্পোরেট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান, মূসক আইনের বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান, মূসক অনুবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কার ও মূসক অডিট, enforcement এবং জালিয়াতি (fraud) অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য ।

৭১। বর্তমানে সর্বত্র বাণিজ্য বিশ্বায়ন, ইলেক্ট্রনিক ট্রেড ও কমার্স ইত্যাদির দ্রুত প্রসার ঘটছে। আয়কর বিভাগের সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষ ও হয়রানিমুক্ত কার্যকর কর আদায় পদ্ধতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার আয়কর বিভাগের সংস্কারের জন্য DFID ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তার ৪ (চার) বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো একটি আধুনিক কর প্রশাসন গড়ে তোলা; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি কার্যকর অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ও তদন্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা; Management Information System (MIS) ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা; কর প্রশাসনের পেশাগত দক্ষতা এবং সার্বিক রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা।

মাননীয় স্পীকার,

৭২। ১৯৯৬ সনে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় আদায়কৃত কর রাজস্বের মোট পরিমান ছিল ১১,৩৭০ (এগার হাজার তিন শত সত্তর) কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে এই রাজস্ব আদায়ের পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের শেষে প্রায়

১৮,৩০০ (আঠারো হাজার তিনশত) কোটি টাকায় দাড়াবে, যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশী। আমি অত্যন্ত আনন্দের সংগে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বর্তমান অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাভুক্ত কর রাজস্ব আদায় খুবই সন্তোষজনক। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য প্রাথমিকভাবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কোটি টাকা। এ বছর ৩১শে মে পর্যন্ত সময়ে সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৬,০৯৫ (ষোল হাজার পঁচানব্বই) কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২.৯৩ শতাংশ বেশী এবং বিগত অর্থ বছরের (১৯৯৯-২০০০) একই সময়ের (জুলাই-মে) প্রকৃত আদায়ের তুলনায় প্রায় ২২.৫০ শতাংশ বেশী। বিগত এগারো মাসের রাজস্ব আদায়ের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে বর্তমান অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে ১৮,৩০০ (আঠার হাজার তিনশত) কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান অর্থ বছরের এই বর্ধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আমরা সক্ষম হবো।

৭৩। রাজস্ব আদায়ের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, শিল্পোন্নয়ন, আমদানি বৃদ্ধি, শুল্ক ও কর প্রশাসনে বর্তমান সরকার কর্তৃক কতিপয় সংস্কার বাস্তবায়ন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় প্রশাসনের নিবিড়তর তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইতোপূর্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কর প্রশাসন ও কর পদ্ধতির সংস্কারের ইতিবাচক সুফল ইতোমধ্যেই আমরা পেতে শুর করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চলমান সংস্কার কর্মসূচী পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হলে তা কর পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও সহজীকরণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এছাড়া রাজস্ব প্রশাসনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি দক্ষ, গতিশীল এবং হয়রানিযুক্ত রাজস্ব পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি

মাননীয় স্পীকার,

৭৪। দেশে ভূমি কেনা বেচায় Non-judicial Stamp paper, জাল রোধকল্পে ১লা জানুয়ারী, ২০০১ ইং তারিখ থেকে **শুল্ক পরিশোধ (অতিরিক্ত পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০০০ ইং** কার্যকর হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় ১০০ (একশত) টাকার উর্ধ্বমূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে পূর্বের ন্যায় উর্ধমূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের জালিয়াতি, ক্রয়-বিক্রয়ে অনিয়ম, দূর্নীতি ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। এতে এই খাতে সরকারের রাজস্ব আয় পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

৭৫। আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বর্তমানের করনীতি ও কর প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করণে সীমাবদ্ধ নয়। আগামী দিনের কর ব্যবস্থাকে অধিকতর যুগোপযোগী করার বিষয়ে সরকার এখন থেকেই সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছে। বর্তমান কর ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকার সত্বর একটি Reform Commission গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

৭৬। এবার আমি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবসমূহের সার্বিক রাজস্ব তাৎপর্য তুলে ধরছি। এই অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য ২০,৭৩০ (বিশ হাজার সাত শত ত্রিশ) কোটি টাকা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর খাতে করদাতাদের সুবিধা প্রদানের বিভিন্ন প্রস্তাবের ফলে ৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস পাবে। অপরদিকে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের ফলে ৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। এ খাতে নীট ৪০ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। আমদানি শুল্ক হার হ্রাসের ফলে আনুমানিক ২৩ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস পাবে। শুল্ক হার বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হবে ২৮ কোটি টাকা। ফলে আমদানি শুল্ক খাতে নীট রাজস্ব বৃদ্ধি দাঁড়াবে ৫ কোটি টাকা। স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানের কারণে রাজস্ব হ্রাস পাবে ২২ কোটি টাকা। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আরোপের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে ৫ কোটি টাকা অর্থাৎ এই খাতে নীট রাজস্ব ক্ষতি হবে ১৭ কোটি টাকা। আয়কর, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার যৌক্তিকিকরণ, সম্প্রসারণ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও আদায় ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে ৭২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাবে এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির (autonomous growth) কারণে অবশিষ্ট রাজস্ব আহরিত হবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয়স্পীকার,

৭৭। আমি অত্যন্ত গুরত্বের সংগে উল্লেখ করতে চাই যে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের সামনে একদিকে যেমন উন্নয়নের অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তেমনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার একটি নির্মম বিধান এই যে দক্ষ ও যোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে এবং অদক্ষ ও অযোগ্যরা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। তাই মুক্ত বাজার ব্যবস্থার এই প্রতিযোগিতায় সফল ভাবে টিকে থাকতে হলে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দ্রত রপ্তানী সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আধুনিক ও কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং সার্বিকভাবে দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

৭৮। মোটকথা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের কর নীতির সফলতা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা সার্বিক অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (macroeconomic stability) এবং উৎসাহপূর্ণ, নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। কারণ সামষ্টিক স্থায়িত্ব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে অর্থনীতির

অন্তর্নিহীত মূল নীতিমালার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে যা সম্পদের সুষম ও দক্ষ বিভাজনকে নিশ্চিত করে। এছাড়াও সামষ্টিক স্থায়িত্ব অর্থনীতিতে আস্থা বৃদ্ধি করে দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহকে উৎসাহিত করে।

৭৯। এই শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সরকার এবং বিরোধী দল ও সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ঐক্যমত্য ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, শ্রমজীবি, পেশাজীবি ও বুদ্ধিজীবিসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে নতুন শতাব্দীর অপরিসীম সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক আহবান জানাই। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা এমনি একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করতে চাই ঃ

” চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মর বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি-....”

৮০। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বার্থ সব কিছুর উর্ধ্বে রেখে সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হলে আমরা একটি সমৃদ্ধ, ন্যায় বিচার ও সমতা ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

মাননীয় স্পীকার,

৮১। আমার বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই মহান স্বাধীনতা, আমরা পেয়েছি একটি অনন্য জাতীয় সত্ত্বা, পেয়েছি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বর্নালী স্বপ্ন দেখার অমূল্য ঠিকানা, সেই সকল শহীদের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাংলা কবিতার প্রধান পুরষ কবি শামসুর রাহমানের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই ঃ

“হে মহান শহীদেরা, তোমরা এই বাংলায় নেই, এই নির্দয় সত্য
মেনে নিতে পারি না কিছুতেই.....
..... যখন আমরা
সুন্দর এবং কল্যানের অভিষেকের প্রস্তুতির জন্যে
মিছিল করি, যখন পশু-তাড়ানোর সংগ্রামে আমরা
মিলিত হই জনসভায়, তখন স্পষ্ট দেখতে পাই
তোমরা আছো আমাদের পাশে। তোমাদের চোখে মানবতার
অবিনশ্বর দীপ্তি, হাতে উজ্জলতম ভবিষ্যতের ঠিকানা।
আমাদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রার পথে
অজস্র ফুলের বিকাশ, পাখিদের নীলিমা-ছোঁয়া গীতিধারা।”

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

- o -

পরিশিষ্ট-'ক'

১লা জুলাই, ২০০০ থেকে এ যাবত গৃহীত শুল্ক ও কর পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ

আমদানি শুল্ক ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক হার		Regulatory duty	মন্তব্য
		পুরাতন	হ্রাসকৃত		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)
১.	(অন্যান্য) ট্যালো	২৫%	২৫%	১০%	
২.	আরবিডি পাম ষ্টিয়ারিন	২৫%	২৫%	১০%	
৩.	নারিকেল (কোপরা) ক্রুড অয়েল	২৫%	২৫%	৫%	
৪.	পাম কারনেল ক্রুড অয়েল	২৫%	২৫%	৫%	
৫.	এন্টি-অক্সিডাইজিং প্রিপারেশনস এবং অন্যান্য কম্পাউন্ড ষ্টেবিলাইজার অব রাবার অর প্লাস্টিক	১৫%	৫%		
৬.	ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং (গ্রাভিউর) ইঙ্ক	২৫%	১৫%		
৭.	ক্রাফ্ট পেপার (আনব্লিচড)	২৫%	১৫%		
৮.	আয়রন ও নন-এলয় ষ্টীল (পুরুত্ব ০.৫ মিমি. এর নিম্নে)	২৫%	১৫%		
৯.	ট্রান্সফরমার পার্টস	৫%	৫%	২০%	
১০.	অন্যান্য (রোটোগ্রাভিউর প্রিন্টিং ইঙ্ক, ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং (গ্রাভিউর) ইঙ্ক ব্যাতিত)	৩৭.৫%	২৫%		
১১.	পেপার বোর্ড (মাল্টিপ্লাই)	২৫%	১৫%		
১২.	খেজুর (তাজা) এবং খেজুর (শুকনা)	২৫%	১৫%		১০/১১/২০০০ ইং হতে ৩১/১২/২০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত রেয়াতী হার বলবৎ ছিল
১৩.	পিঁয়াজ (তাজা)	২৫%	১৫%		
১৪.	ফ্লাট রোল প্রডাক্ট অফ আয়রন অথবা নন-এলয় ষ্টীল (প্লেটেড অর কোটেড উইথ ক্রোমিয়াম অক্সাইড অর উইথ ক্রোমিয়াম এন্ড ক্রোমিয়াম অক্সাইড)	২৫%	৫%		
১৫.	ক্রাউন কর্কস	৫%	৫%	১০%	
১৬.	অন্যান্য (এলুমিনিয়াম ক্যান)	২৫%	৫%		
১৭.	চাল	৫%	৫%	১০%	
১৮.	অন্যান্য (হিটেড লিকুইড পেট্রোলিয়াম বিটুমিন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল)	২৫%	৫%		
১৯.	অন্যান্য (ক্যাটালাইটিক কনভার্টার এন্ড ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার)	২৫%	৫%		
২০.	ফ্লোরোসেন্ট, ইট ক্যাথড	৩৭.৫%	৩৭.৫%	৩৭.৫%	
২১.	অন্যান্য (কোল্ড টান্ডিশ বোর্ড এন্ড মিক্সা এন্ড আর্টিকেলস অব হিট ইনসুলেটিং ফর টান্ডিশ	৩৭.৫%	৩৭.৫%	১২.৫%	
২২.	হোয়ে পাউডার	৩৭.৫%	২৫%		

পরিশিষ্ট "খ"

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের

আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্কহার	রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)

		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	পেপার সেপারেটর	৩৭.৫%	২৫%		-০.৮৯৬
২	প্রিন্টেড পি ভি সি টিউব	৩৭.৫%	২৫%		-০.০০০৩
৩	পি ভি সি শ্রিংকেবল টিউব (প্লেন)	৩৭.৫%	২৫%		-০.৬৯
৪	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (হাইড্রোক্লোরিক এসিড)	১৫%	২৫%	+ ০.৪৩২	
৫	লেজার ফিল্ম	২৫%	১৫%		-০.০২৭
৬	এয়ার কম্প্রেসার মাউন্টেড অন এ চেসিস ফর টাওয়িং	২৫%	১৫%		- ০.৬১৮
৭	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার	৩৭.৫%	২৫%		-০.১১২
৮	ড্রাই টাইপ/কাষ্ট রেজিন ট্রান্সফরমার	২৫%	১৫%		-০.০৫৯
৯	টেপলিন টেপ	৩৭.৫%	২৫%		-০.৯৯৬
১০	সিলিন্ডার (capacity below 5000 ltr)	৩৭.৫%	২৫%		-০.১০২
১১	পেকটিক সাবস্ট্যান্স, পেকটিনেট্স এবং পেকটেটস	২৫%	১৫%		-০.০০৩
১২	লিকুইড চকোলেট	৩৭.৫%	২৫%		-০.১৯৩
১৩	প্লাস্টিক ব্লাংক ও প্লাস্টিক ডেমো	২৫%	১৫%		-০.০০৬
১৪	বল পয়েন্টস ফর বল পয়েন্ট পেন	২৫%	১৫%		-০.০৫৬
১৫	জি আই পাইপ	২৫%	৩৭.৫%	+ ২.৫৬	
১৬	ক্যালসাইন্ড পেট্রোলিয়াম কোক (মেট কোক)	২৫%	১৫%		নগন্য
১৭	ফ্লেভার	২৫%	১৫%		-০.০০০৪
১৮	কোকোয়া পাউডার	২৫%	১৫%		-০.০৩৭
১৯	বাটার মিল্ক পাউডার	৩৭.৫%	২৫%		-০.০১৩
২০	রাবার/প্লাষ্টিক বেসড্ এডহেসিভ এবং আর্টিফিসিয়াল রেজিন	২৫%	১৫%		-০.২৪৩

পরিশিষ্ট "খ"

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২১	ল্যাম্প শেল	২৫%	১৫%		-০.৭৫৫
২২	ফ্লাঞ্জ টিউব এবং এক্সট টিউব	২৫%	১৫%		-০.২২৮
২৩	সিনথেটিক রাবার	১৫%	৫%		-১.২৯৪
২৪	বাইসাইকেল টিউব ভাল্‌ব	২৫%	১৫%		-০.০৪৪
২৫	আর্ট কার্ড	২৫%	১৫%		-০.৫০০
২৬	আর্ট পেপার	২৫%	১৫%		-০.৬০০
২৭	স্যাক্ ক্রাফ্ট পেপার (আনব্লিচ্ড)	১৫%	৫%		-০.২৫২
২৮	ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং অন্যান্য পলিশ	২৫%	১৫%		-০.০৩৮
২৯	লেদার ওয়্যাথ পেপার	২৫%	১৫%		- ০.৫৬১
৩০	রোজিন সাইজ	২৫%	১৫%		নগন্য
৩১	ডিফোমিং এজেন্টস	২৫%	১৫%		-০.৪২৪
৩২	প্রিসিপিটেটেড ক্যালসিয়াম কার্বনেট	১৫%	৫%		-১.১৫৮
৩৩	পেপার ইনসুলেটেড কপার কন্ডাক্টর এবং কপার ওয়াইন্ডিং ওয়্যার	৩৭.৫%	২৫%		-১.৪৪৭
৩৪	প্রিন্টিং ইঙ্ক ফর জি,আই,পাইপ	৩৭.৫%	২৫%		-০.০১৫
৩৫	ইঙ্ক ফর বল পয়েন্ট পেন	৩৭.৫%	২৫%		-০.০১৫
৩৬	ড্রাই মিক্স্ ইনগ্রেডিয়েন্টস	২৫%	১৫%		-২.১১৫
৩৭	ম্যাচ স্প্লিন্ট	২৫%	১৫%		-০.০৩৪
৩৮	এ্যাসেপটিক প্যাক	২৫%	৫%		-০.৩৭৩
৩৯	রিফাইন্ড প্যারাফিন ওয়াক্স	২৫%	১৫%		-১.২৭৮
৪০	জিংক কোটেড ওয়াইড কয়েল (Coil of a width of 800 mm or more but not exceeding 1200 mm)	২৫%	১৫%		নগন্য
৪১	মেডিকেটেড এডহেসিভ প্লাস্টার	২৫%	৩৭.৫%	+ ০.১৮৪	
৪২	কার্বন ব্লক	৩৭.৫%	২৫%		-০.১৪৫

পরিশিষ্ট "খ"

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৩	Food preparations not elsewhere specified (H.S.Code 2106.90.20)	৫%	২৫%	+ ০.০৪৮	
৪৪	লক পার্টস	১৫%	২৫%	+ ০.১৬৯	
৪৫	ফ্যান পার্টস	১৫%	২৫%	+ ০.২৩০	
৪৬	গ্লাস এম্পুল	৫%	১৫%	+ ০.৪৩২	
৪৭	রিফার কন্টেইনার	২৫%	৫ %		নগন্য
৪৮	স্টেরাইল নন-ওভেন হেড কভার, এ্যাপ্রন, সু কভার	৩৭.৫%	২৫%		নগন্য
৪৯	Carbon steel strips of thickness upto 1.22 mm and width upto 152.5 mm	১৫%	৫%		-০.০০৯
৫০	ব্যান্ড স ব্লেড	৫%	১৫%	+ ০.৯০২	
৫১	ইমালশান গ্লাস প্রিন্টস/সেনসিটাইজিং ইমালশান	১৫%	৫%		-০.০১৫
৫২	ট্রান্সফার (ডিক্যালকোম্যানিয়াস) ফর রিকগনাইজড মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রি	১৫%	৫%		-০.৩৬৫
৫৩	সীজনড্ বীচ উড	১৫%	৫%		-০.০১৩
৫৪	কার্বন স্টীল বার (০.২৫% বা তদুর্ধ কিন্তু ০.৬% এর কম কার্বন বিশিষ্ট)	২৫%	১৫%		-০.৩৮৪
৫৫	কার্বন স্টীল রড (০.২৫% বা তদুর্ধ কিন্তু ০.৬% এর কম কার্বন বিশিষ্ট)	২৫%	১৫%		নগন্য
৫৬	POY (Partially Oriented Polyester)	৫%	১৫%	+ ২.৪৬	
৫৭	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	১৫%	৫%		-০.০৩০
৫৮	জিরকোনিয়াম সিলিকেট	১৫%	৫%		-০.০৭১
৫৯	চক স্টোন	১৫%	৫%		-১.০০

পরিশিষ্ট "খ"

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬০	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাক্ড উইথ পেপার/পেপার বোর্ড	২৫%	৩৭.৫%	+ ১.০০	
৬১	হিট সিলেবল লেকার	৩৭.৫%	১৫%		-০.৮৫৮
৬২	লেড অক্সাইড	১৫%	২৫%	+ ০.২৪৩	
৬৩	PVC film and PVDC film for blister pack for medicine	৫%	১৫%	+ ০.০১২	
৬৪	ব্লিস্টার প্যাকিং ফিল্ম	৫%	১৫%	+ ০.০৪২	
৬৫	ফসপো জিপসাম	২৫%	০%		-০.২২
৬৬	Drinking water purifier	৩৭.৫%	২৫%		-০.০৭৬
৬৭	4 stroke CNG operated 3 wheeler public carrier having seating capacity not exceeding 15 including driver in CBU Condition	৩৭.৫%	১৫%		নগন্য
৬৮	ম্যাংগো পাল্প	৩৭.৫%	২৫%		-০.৩২০
৬৯	চাল	১৫%	২৫%	+২০.০০	
৭০	ভ্যাকুয়াম পাম্পস	২৫%	৫%		-০.১৬৭
৭১	প্লাষ্টিক ফিলম মেটালাইজেড ইয়ার্ন গ্রেড	১৫%	৫%		-০.৩০৯
৭২	ম্যাগনেসাইট পাউডার	১৫%	৫%		-০.০৪৬
৭৩	Trade advertising material, printed posters devoted to advertising, printed catalogue, yearbook.	৫%	১৫%	+০.০৫২	
৭৪	ইলেকট্রিক ব্যাটারী চালিত থ্রী-হুইলার	৩৭.৫%	১৫%		-০.১৭৮
৭৫	লাইনার এ্যালকাইল বেনজিন	২৫%	১৫%		নগন্য
৭৬	স্ল্যাফহার্স্ট অটোকোনার স্পেয়ার পার্টস্	৩৭.৫%	৫%		নগন্য
৭৭	ফাইবার গ্লাসউল	২৫%	৫%		- ০.০২৮

পরিশিষ্ট "খ"

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্কহার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭৮	আই এবং এইচ সেকশনস্	৩৭.৫%	৫%		- ০.৬৩৫
৭৯	প্লেটেড অর কোটেড উইথ জিন্ক (ওয়্যারমেশ গ্যালভানাইজড্)	৩৭.৫%	৫%		- ০.০০৬
৮০	সেল্ফ ট্যাপিং স্ক্রু	৩৭.৫	৫%		- ০.০১
৮১	প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং	১৫%	৫%		- ৩.৪০